তারিখ 30 NOV 2016
পৃঃ ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

স্কুলের নিরাপদ পরিবেশ

স্কুলের পরিবেশে একজন শিক্ষার্থী যে সময় অতিবাহিত করে, তাহা ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী জীবনের দিকনির্দেশক হিসাবে কাজ করে। সুতরাং স্কুলের পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সম্প্রতি পরিচালিত একটি জরিপ হইতে জানা যায়, স্কুলগামী ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী তাহার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও আশপাশের পরিবেশকে অনিরাপদ মনে করে। অনেক প্রতিষ্ঠানে পাহারাদার নাই, নির্যাতনের শিকার হইতে হয় অন্য শিক্ষার্থী ও বহিরাগতদের দ্বারা। স্কুলে যাতায়াতের পথেও হয়রানির শিকার হইতে হয় অনেককে। এমন তথ্য উঠিয়া আসিয়াছে একটি বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপে।

জরিপে যাহা উঠিয়া আসিয়াছে, তাহা খুব সুখপ্রদ নহে। বরং স্কুলকে অনিরাপদ মনে করিবার পুরা চিত্রকে এইতথ্য অনেকটাই স্পষ্ট করিয়াছে বলা যায়। স্কুলগামী শিক্ষার্থীরা হইল এক তাল নরম মাটির পিণ্ড। তাহারা স্কুল ও চারিপার্শ্বের পরিবেশ হইতে যাহা দেখে-শোনে, তাহাই মস্তিষ্কে প্রোথিত করে। সেই শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনেও প্রয়োগ করে। সেই শিক্ষার মধ্যে যদি নেতিবাচক আলামত থাকে, তবে তাহার প্রতিফলন দেখিতে পাওয়া যায় শিক্ষার্থীর জীবনাচরণেও। জানা যায়, অনেক স্কুলের দেওয়ালে অশ্লীল ছবি ও লেখা থাকে। সেইসকল কুরুচিপূর্ণ আঁকা-লেখা বাহিরের কেহ যেমন করিতে পারে, তেমনি অসৎ-সংসর্গে বিপথগামী কোনো শিক্ষার্থীও করিতে পারে। যাহারাই করুক না কেন, তাহার প্রভাব পড়ে সকল শিক্ষার্থীর উপরই। কারণ, একজন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের সংস্পর্শে আসিয়া এবং বিভিন্ন শিক্ষার্থীর সহিত মেলামেশা করিয়া যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তাহার নেপথ্যে বড় ভূমিকা রাখে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সার্বিক পরিবেশ। আর শিক্ষার্থীরা যদি তাহার বিদ্যালয়কে নিরাপদ মনে না করে, তবে তাহার শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইয়া যাইতে পারে। তবে একজন শিক্ষার্থী বাহিরের যে জগতে বড় হয়, তাহার প্রতিফলন পড়ে বিদ্যালয়ের পরিবেশেও। সুতরাং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে চাহিলে বাহিরের পরিবেশকেও সুস্থ-সুন্দর করিতে হইবে।

২০১০ সালে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক (মাদ্রাসাসমেত) স্তরে শিক্ষার্থী ছিল পৌনে তিন কোটির কিছু বেশি। ২০১৫ সালে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হইয়াছে চার কোটি সাড়ে ৪৪ লক্ষ। অর্থাৎ পাঁচ বৎসরে শিক্ষার্থী বাড়িয়াছে প্রায় এক কোটি ৭০ লক্ষ। বর্তমানে দেশে প্রায় পৌনে পাঁচ কোটি স্কুলগামী শিক্ষার্থী রহিয়াছে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৩ শতাংশ যদি তাহার স্কুলকে অনিরাপদ মনে করে, তবে তাহা ইতিবাচক নহে। অথচ বিনামূল্যে বই দেওয়া, উপবৃত্তি, স্কুল ফিডিং ও মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ নানা পদক্ষেপের কারণে প্রতি বৎসরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং সার্বিকভাবে স্কুলের পরিবেশের নিরাপত্তা আনয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে সকলের সচেতনতাও গুরুত্বপূর্ণ।